দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 16 AUG 1993
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

চিঠিপত্র

কোচিং সেন্টারের দৌরাত্ম্য ঃ ছাত্র-ছাত্রীরা দিশেহারা

ঢাকাসহ দেশের প্রায় সর্বত্র মাশরুমের মত অসংখ্য কোচিং সেন্টার গজিয়ে উঠেছে। বলতে দ্বিধা নেই— এদের দু'একটি ছাড়া সবগুলোই এক একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। আমি বিশেষ করে ঢাকার মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং সেন্টারগুলোর কথাই বলছি। প্রতি বছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর পরই ঢাকার অলিতে-গলিতে কয়টি এ রকম কোচিং সেন্টার ও তাদের শাখা চালু হয় তার হিসেব দেয়া দুঃসাধ্য। নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীরা এদের চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন, আকর্ষণীয় পুরস্কার ঘোষণা ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ঢাকায় এসে ভিড় জমায়। হয়তো সোনার হরিণ ধরা দেরে এই তাদের আশা। কিন্তু এসব কোচিং সেন্টারের প্রকৃত অবস্থা জানলে সত্যিই বিভ্রান্ত হতে হয়। সীমাহীন মিথ্যাচার আর ভুয়া সাফল্য প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে কোন কোন কোচিং সেন্টার দিন দিন তাদের কলেবর বৃদ্ধি করে চলেছে। এই সব কোচিং সেন্টার এমন সব ছাত্র-ছাত্রীরও নাম ও ছবি তাদের সাফল্য হিসেবে প্রচার করে— যারা কোন দিন ঐ কোচিং সেন্টারের ধারে কাছেও যায়নি। যখন চান্স পেয়ে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হচ্ছিল তখন ঐ সব কোচিং সেন্টারের এজেন্টরা ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাদের নাম ও ছবি হস্তগত করে। কোন কোন কোচিং সেন্টারে ৩/৪ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ক্লাস করে। কিন্তু রেজাল্টের পর মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কয়েক ভাগ কমে যায় এবং চান্সপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কয়েকগুণ বেড়ে যায়। ছাত্র-ছাতরীদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নেয়া হয়; কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় কোচিং-এর মান যায় নেমে।

আমি ঢাকার ৬টি কোচিং সেন্টারের আকর্ষণীয় রঙিন প্রসপেক্টাস নিয়ে একটু হিসেবে করে দেখলাম। দেখা গেল ঐ কোচিং সেন্টারগুলো থেকে এ বছর বরিশাল মেডিকেল কলেজে যারা চান্স পেয়েছে তাদের যোগফল প্রায় ১৬০ জন। অথচ এখানে আসন সংখ্যা ১২৫টি। ক'জন ছাত্র-ছাত্রী একাধিক কোচিং সেন্টারে কোচিং করে' আমি তাও মিলিয়ে দেখেছি। কিন্তু হিসেব কিছুতেই মিলানো গেল না। প্রতিদিনই পত্রিকায় দেখা যাচ্ছে একই ছাত্র-ছাত্রী বিভিন্ন কোচিং সেন্টার থেকে পুরস্কার নিচ্ছে। আবার তারাই বলছে— আমি অমুক কোচিং সেন্টার ছাড়া অন্য কোথাও কোচিং করিনি; এতে করে কি ঐ কোচিং সেন্টারগুলোর প্রকৃত অবস্থা প্রকাশিত হয় না?

কিন্তু এভাবে আর কতদিন চলবে? নিরীহ ছাত্র-ছাত্রীরা কোচিং ব্যবসার পণ্য হয়ে আর কত দিশেহারা হবে?

—ম মঈনুল ইলসাম হাসিব,
শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ,
বরিশাল।